#### 6 | The Daily Star

INTERNATIONAL

### East Jerusalem hospitals fill up with Palestinians AFP, JERUSALEM

Palestinians wounded in clashes with Israeli police at the Al-Aqsa mosque compound have filled the halls of an east Jerusalem hospital, where several had lost eyes after being hit by rubber bullets.

Ezzedine, a 19-year-old carpenter from the West Bank city of Nablus, said that doctors at the large Makassed Hospital told him he would not regain sight in his left eye after a rubber bullet hit him while he visited the holy site.

He said he came to Al-Aqsa to perform Ramadan prayers on Friday night when police began firing stun grenades and tear gas in clashes, that saw Palestinians hurl rocks and other projectiles.

"They want to take a place that's not theirs,' he told AFP, referring to Israel's actions at Islam's third holiest site, which is also revered by Jews who call it the Temple Mount.

More than 700 Palestinians, and more than 50 Israeli police, have been wounded since Friday in violence at Al-Aqsa and in other parts of Israeliannexed east Jerusalem. Makassed director

Adnan Farhoud said the hospital had received over 200 patients since the unrest began. Most injuries were to the head, chest and limbs, he said -- arguing the wounds showed that Israeli forces intended to cause significant injury. When "you mean to

harm someone, you shoot at the head", he told AFP.













(From middle-right, clockwise) Smoke billows following Israeli airstrikes on the southern Gaza region of Khan Yunis; a wounded Palestinian boy is being evacuated; Palestinians mourn for the killed; people run for safety during the bombardment; a damaged Israeli house after hit by a rocket launched from the Gaza Strip; and medics evacuate a in jured person in Ashkelon, southern Israel. All photos were taken vesterday. PHOTO: AFP, REUTERS



#### Agencies

Israel and Hamas exchanged heavy fire yesterday, with at least 26 Palestinians killed in Gaza, in a dramatic escalation between the bitter foes sparked by unrest at Jerusalem's flashpoint Al-Aqsa Mosque compound.

Nine children were among those killed in the blockaded Gaza Strip that is controlled by the Islamist movement and at least 125 people there were wounded, local health authorities said.

More than 300 rockets have been fired by Palestinian militants towards Israel since Monday, with over 90 percent intercepted by its Iron Dome missile defence system, army spokesman Jonathan Conricus said. Two women in the southern Israeli city of Ashkelon were killed, Eli Bin, head of the Magen David Ambulance service, told reporters. At least six Israelis have been injured.

Israel has responded with 130 strikes carried out by fighter jets and attack helicopters on military targets in the enclave, killing 15 commanders from Hamas, said Conricus.

from the coastal enclave yesterday, as Hamas' armed wing the Qassam Brigades vowed to turn the southern Israeli community of Ashkelon into "a hell".

Since Israeli riot police clashed with large crowds of Palestinian worshippers on the last Friday of the Muslim holy fasting month of Ramadan, nightly unrest around the Al-Aqsa compound in annexed east Jerusalem has left more than 700 Palestinians wounded, drawing international calls for deescalation and sharp rebukes from across the Muslim world.

US Secretary of State Antony Blinken said "all sides need to de-escalate, reduce tensions, take practical steps to calm things down". He strongly condemned the rocket attacks by Hamas, saying they "need to stop immediately"

Diplomatic sources told AFP that Egypt and Qatar, who have mediated past Israeli-Hamas conflicts, were attempting to calm tensions.

Arab League Secretary General Ahmed Aboul Gheit condemned Israel's Gaza strikes as "indiscriminate and irresponsible ... and a miserable display of force at the expense of children's blood".

After Hamas rockets targeted Jerusalem on Monday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Hamas had "crossed a red line" and vowed that the Jewish state would "respond with force".

# Indian variant a 'global concern'

Says WHO as second Covid wave in India shows signs of slowing

#### Agencies

India's coronavirus crisis showed scant sign of easing yesterday as international health authorities warning the country's variant of the virus poses a global concern.

The WHO on Monday warned that the B.1.617 variant spreading in India appears to be more contagious, classifying it as a "variant of concern at the global level." "There is some available information

to suggest increased transmissibility, Maria Van Kerkhove, WHO technical lead on Covid-19, told a briefing in Geneva.

Nations around the globe have sent oxygen cylinders and other medical gear to

1 1

support India's crisis, but many hospitals around the nation are struggling with a shortage of the life-saving equipment.

Addressing a press conference in New Delhi, Indian Health Secretary Rajesh Bhushan said the number of daily cases of Covid-19 is on decline in at least 18 states and federally-ruled territories.

After registering a steady rise for two months, new cases of coronavirus across India fell to 3.29 lakh yesterday. 3,876 fresh fatalities were reported in last 24 hours.

As the surge appeared to be easing in major cities, reports from rural areas

suggested the virus is rampaging through India's vast hinterland, home to around two-thirds of its 1.3 billion people and where access to healthcare is limited.

In the United States, drug regulator authorized the Pfizer-BioNTech vaccine for children aged 12-15 as the country aims to speed up its Covid-19 recovery.

The US move has been criticised, however, by some public health experts who say these doses would be better used in other countries where highly vulnerable people are still waiting for vaccines, instead of a low-risk group in the United States.

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তত্তাবধায়কের কার্যালয় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল

ই-মেইল নম্বর tangail@hospi.dghs.gov.bd, ফোনঃ ০৯২১-৬৩০২৭

স্মারক নং- জেঃহাঃটাং/হিঃশাঃ/মেডিকেল বর্জ্য/টেন্ডার/২০২০-২০২১/৪৪৫০

#### তারিখঃ ১১/০৫/২০২১ইং

### মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

২০২০-২০২১ইং অর্থ বৎসরে সহকারী পরিচালক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইলের জন্য এইচপিএনএসপি কর্মসূচীর আওতায় হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট হইতে মেডিকেল বর্জ্য সংরক্ষণ বিন ও অন্যান্য সামগ্রী স্থানীয় ভাবে ক্রয়ের নিমিত্তে পিপিএ ২০০৬. পিপিআর ২০০৮ এবং পরবর্তীতে সংশোধিত আইন ও বিধিমালা ২০১৯ সংশোধিত অনুসারে প্রকত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ঠিকাদারের নিকট হইতে সীলগালাযক্ত খামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান/ঠিকাদারের নিকট হইতে সীলগালাযুক্ত খামে দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে।		
ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য বিভাগ
०১	প্রকিউরমেন্ট প্লান	উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি।
০২	সংগ্রাহক সত্তার দণ্ডর	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল।
০৩	সংগ্রহকারীর পদবী ও ঠিকানা	সহকারী পরিচালক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল।
08	কাজের বিবরণ	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইলে মেডিকেল বর্জ ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য
		সংরক্ষণ বিন ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়।
90	আর্থিক বৎসর	২০২০-২০২১ইং আর্থিক বৎসর।
০৬	ফান্ডের উৎস	উন্নয়ন বাজেট।
٥٩	দরপত্র প্রকাশের তারিখ	১২/০৫/২০২১ইং দুপুর ২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
or	দরপত্র বিক্রয়ের সর্বশেষ তারিখ ও সময়	২৪/০৫/২০২১ইং দুপুর ২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।
০৯	দরপত্র দাখিলের তারিখ ও সময়	২৫/০৫/২০২১ইং সকাল ১০:০০ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
20	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	২৫/০৫/২০২১ইং দুপুর ১২:৩০ ঘটিকা।
22	দরপত্র সিডিউল বিক্রয়ের	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল। সিডিউল পেতে অর্থ কোড নং ১-
	স্থান ও সংগ্ৰহ পদ্ধতি	২৭১১-০০০০-২৩৬৬ তে সোনালী ব্যাংক টাঙ্গাইল শাখায় ৭৫০.০০ (সাতশত পঞ্চাশ)
		টাকা মাত্র ট্রেজারী চালানের মূলকপি জমা প্রদানপূর্বক চালানের ভেরিফিকেশন কপি
		সংযুক্তসহ নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে আবেদনের মাধ্যমে অত্র হাসপাতালের হিসাবরক্ষকের
		নিকট জমা দিয়ে সংগ্রহ/ক্রয় করা যাবে।
১২	দরপত্র গ্রহণের স্থান	২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, টাঙ্গাইল।
७८	দরপত্র জামানতের পরিমাণ	১,৬০,০০০/- (এক লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মাত্র।
28	দরপত্রদাতা/ঠিকাদারের	দরপত্র সিডিউলের সংযুক্ত শর্তাবলী মতে।
	যোগ্যতা	
১৫	দরপত্র গ্রহণ/মূল্যায়ন	পিপিএ ২০০৬, পিপিআর ২০০৮ এবং পরবর্তীতে সংশোধিত আইন ও বিধিমালা ২০১৯
		সংশোধিত দরপত্রের শর্তাবলী হিসাবে গণ্য হবে।
১৬	দরপত্র আহ্বানকারীর নাম	ডাঃ খন্দকার সাদিকুর রহমান।
১৭	দরপত্র আহ্বানকারীর সহিত যোগাযোগ	ফোনঃ ০৯২১-৬৩০২৭, ফ্যাব্সঃ ০৯২১-৬১৭১০।
20	দরপত্রের মেয়াদকাল	৩০/০৬/২০২১ইং।
22	দরপত্রের সহিত অবশ্যই সংযুক্ত করিতে হইবে	(ক) দরপত্র জামানত এর পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট; (খ) আয়কর পরিশোধ ২০১৯-২০২০ বৎসরের কপি, (গ) সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন কর্তৃক প্রদন্ত সংশ্লিষ্ট কাজের ট্রেড লাইসেন্সের কপি, (ঘ) যে কোন সিডিউল ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট সরবরাহ কাজের জন্য কমপক্ষে ২০ (বিশ লক্ষ) টাকার নিঃশর্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদের মূলকপি দাখিল করিতে হইবে, (ঙ) ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশনের ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে, (চ) সংশ্লিষ্ট কাজে ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে, (ছ) পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ০৩ (তিন) কপি ছবি, (জ) নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের লেটারহেড প্যাডে একই পাতায় ০৩ (তিন)টি নমুনা স্বাক্ষর প্রথম শ্রেণীর গ্যাজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইবে, (এঃ) নাগরিক সনদপত্রের ফটোকপি দাখিল করিতে হইবে, (ট) Manufacturar Authourisation অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে, (ঠ) নমুনা অবশ্যই দাখিল করিতে
		হইবে। এছাড়াও যাবতীয় শর্তাবলীসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে দরপত্র বহিতে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে। বিঃদ্রঃ সকল কাগজপত্রাদি প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করিতে হইবে এবং সত্যায়নকারীর পদবীসহ নামের সীল ব্যবহার করিতে হইবে। অষ্পষ্ট ফটোকপি সংগ্রহণ যোগ্য নহে।
বিশেষ জ্ঞাতব্যঃ ক) দরপত্রের অন্যান্য শর্তাবলী সম্বলিত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নিমুস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে অফিস চলাকালীন সময়ে হিসাবরক্ষকের নিকট প্রাওয়া যাইবে ৮ (খ) কর্তপক্ষ সুর্বনিম দরপত গ্রহণে রাধ্য নহে এবং কোন কারণে দর্শনো ব্রতিবেকেই যে কোন দরপত		
নিকট পাওয়া যাইবে। (খ) কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরপত্র গ্রহণে বাধ্য নহে এবং কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন দরপত্র স্থগিত/গ্রহণ/বাতিল/সংশোধন বা এতদসংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। (গ) সকল		
ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে। স্বাক্ষরিতঃ-		

More rockets were launched more than 300 rockets

condemns Israeli violence, world urges calm Gaza hit by 130 air strikes, militants launch

Two Israeli women

Rights group

killed in rocket fires from

Gaza

Defence Minister Benny Gantz authorised an army request to mobilise 5,000 reservists if necessary.

# kajol charged in another DSA case

#### FROM PAGE 1

investigators did not find any evidence against them, according to the police probe report.

After nearly a year-long probe, Sub-Inspector Mohammad Russell Mollah of the Detective Branch of police, the investigation officer, filed the charge sheet with the Chief Metropolitan Magistrate's Court of Dhaka on April 8.

This was the third charge sheet filed against the photojournalist, accused in three DSA cases filed with Kamrangirchar, Hazaribagh, and Sher-e-Bangla Nagar police stations. All the cases were lodged by members of Awami League and Jubo Mahila League

Lawmaker Shikhor had filed the case with Sher-e-Bangla Nagar Police Station on March 9 last year over publishing "false news and circulating it on social media".

The charge sheet stated that Kajol posted defamatory, objectionable and indecent writings on his Facebook wall against several leaders and activists of Awami League and Jubo Mahila League.

According to the charge sheet, the Manabzamin on March 2 last year ran a report under the headline "Papia names 30 including bureaucrats, MPs and businessmen". The report was on Jubo

Mahila League's Narsingdi district general secretary Shamima Nur Papia who was arrested by Rapid Action Battalion over her involvement in different crimes.

After the publication of the report, writings were posted on Facebook from various IDs. The lawmaker filed the case after scrutinising those posts.

The investigation officer did not include the names of Matiur and other accused in the charge sheet because although the report referred to an MP from Magura, it did not name the lawmaker or the constituency.

"Matiur Rahman Chowdhury gave the approval for publishing the report written by Al Amin in good faith. In fact, the complainant could not produce sufficient evidence against the duo," said the charge sheet.

It also stated that police appealed to the court repeatedly to deny bail to Kajol to keep him away from his Facebook account. "We had taken control of the accused's Facebook profile and changed its password. We appealed to the court to ensure that Kajol does not get out of jail on bail, avail a new phone number, and take control of his account again.

Usmin Ara Bally and Sumaiya Chowdhury Bonya, members of the central committee of Jubo Mahila

League had filed the two other cases with Hazaribagh and Kamrangirchar police stations under the DSA on March 10 and 11 last year.

The charge sheets in the two cases were submitted to the court on February 4 and March 14. The cases are now pending trial with the Cyber Tribunal of Dhaka.

Journalist Kajol went missing on March 10 last year. The Border Guard Bangladesh found him roaming around the Benapole border area on May 3 and detained him. He was sent to jail by a Jashore court the same day under Section 54 of the Criminal Procedure Code (CrPC).

Later, he was shown arrested in the three cases filed under the DSA.

The lower court concerned kept denying him bail for seven months until the High Court on November 24 granted him bail in one of the three DSA cases. It also ordered the investigation officers and the Cyber Tribunal to submit reports in two other cases.

The HC on December 17 granted him bail in two other cases after Kajol's lawyer argued that probes had to be completed within 75 days of filing of the cases, and the investigators failed to do so.

The photojournalist walked out of jail on bail on December 25.

# Home-goers unstoppable

#### FROM PAGE 1

drenched in rain. They took detours and changed vehicles multiple times to go home. Some even hopped trucks and pick-ups while many others walked long distances to reach their destinations.

Disregarding the health safety rules, they were desperate to go home by any means.

This mad rush has been going on for the last five days. But the number of home-goers yesterday was higher than that in the previous days. The authorities fear more and more people will leave the city today as the Eid will be celebrated tomorrow or Friday.

Last week, Prime Minister Sheikh Hasina urged all to celebrate the Eid where they are to help check the spread of Covid-19.

Health experts have warned that the Covid situation in the country could worsen due to the increased public movement centring the Eid.

SUFFERINGS ON ROADS

The home-goers, mostly from low-income groups, faced immense difficulties as long-haul buses remained off the roads due to the governmentimposed restrictions.

They boarded trucks, small pickups, human haulers and even rode motorbikes to reach their destinations.

Capitalising on the situation, the

buses that were allowed to operate Knitwear Limited in Gazipur, said he got within the city charged passengers much higher than usual vesterday.

At Amin Bazar, buses were charging passengers Tk 600 each for a trip to Paturia or Chandra, which was Tk 200-300 earlier. One had to pay up to Tk 1,000 to go to Paturia by a motorbike or car or microbus.

Many of the home-goers said they had to spend three times the amount they usually pay as fares to go home.

Lata Khatun, a staffer at a hospital in Narayanganj, came to Amin Bazar to board a microbus to go to Sirajganj. After waiting for two hours, she got one, but the driver demanded Tk 2,000, which was Tk 1,000 for each passenger a day ago

others, mostly garment Many workers, were seen waiting for vehicles at Gazipur's Chandra to reach their destinations in the northern region.

Talking to this newspaper, a woman said she was going to Natore on a pickup by paying Tk 1,000.

Many motorbikes were seen carrying four people, putting lives at risk. Abdul Hye and his wife -- both workers at a garment factory in Savar -- along with their child got on a motorbike at Chandra to go to Bogura. They had to pay Tk 1,800 for the trip. Rafiqul Islam, a worker at SM

a 10-day leave and would go to Sherpur to celebrate the Eid there. He, along with wife and son, was waiting at Gazipur's Bhabanipur bus stand for a vehicle for three hours. But he was yet to get one as of 2:30pm yesterday.

Alamgir Hossain, a worker at Safa Sweater Factory in Gazipur, said he along with 13 co-workers hired a microbus for Tk 14,000 to go to Bogura.

Yesterday, the pressure of vehicles increased on the Dhaka-Chattogram and the Dhaka-Tangail highways. PACKED FERRIES

Yesterday, there was a huge rush of homegoers at Paturia-Daulatdia and Shimulia-Bangla Bazar ferry ghats, the gateways to 21 south and south-western districts.

Five ferries left Paturia for Daulatdia in Rajbari while 14 more left Shimulia for Bangla Bazar in Madaripur from 6:00am to 5:00pm yesterday, carrying a large number of home-goers.

Meanwhile, a microbus driver was feared dead after the vehicle fell into the river from the pontoon at Daulatdia ferry ghat due to gusty winds around 11:00am. The vehicle was salvaged but the

driver could not be traced, reports our Manikganj correspondent. [Our Correspondents in Tangail,

Gazipur and Munshiganj contributed to this report]

স্বাক্ষারতঃ-ডাঃ খন্দকার সাদিকুর রহমান সহকারী পরিচালক ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল টাঙ্গাইল

জিডি-৯৫৮